দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2-8 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

এইচএসসিতেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী

শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হওয়া ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর কাজে লাগেনি নতুন পরিপত্র

॥ সারোয়ার সুমন, চট্টগ্রাম অফিস ॥

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিতর্কিত পরিপত্রটি প্রত্যাহার করা হলেও চট্টগ্রামসহ দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর তা কোনো উপকারে আসছে না। এসএসসি'র নির্বাচনী পরীক্ষায় এক বা একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল তাদের। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন থেকে হারিয়ে গেছে একটি বছর। শুধু এসএসসি নয়, এবারের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্যও নতুন জারি করা পরিপত্রটি কার্যকর করা হচ্ছে না। ফলে ২৯ মে হতে শুরু হতে যাওয়া এইচএসসি পরীক্ষায়ও অংশ নিতে পারবে না নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়া হাজার হাজার শিক্ষার্থী।

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, 'নির্বাচনী পরীক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতি জারিকৃত পরিপত্রটি ২০০৯ সাল থেকে কার্যকর করা হবে। দু'দিন আগে সব শিক্ষাবোর্ড প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।' যে পরিপত্রের কারণে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন থেকে একটি বছর হারিয়ে গেল তাদের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কোন পরিকল্পনা নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এসএসসি পরীক্ষায় যারা ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এইচএসসি'র নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছে তাদের ব্যাপারে বৈঠকে আলোচনা হলেও পর্যাপ্ত সময় না থাকায় কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।'

নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা আগে থেকে বলবৎ থাকলেও গত ৬ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব বাবুল কুমার সাহা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে কঠোরভাবে পূর্বের এ আদেশ মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এমন নির্দেশনা পেয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় কপাল পুড়েছে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি শিক্ষার্থীদের। ফলে চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে ২ বছর আগে নবম শ্রেণীতে ৭৬ হাজার শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করলেও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেয়েছে মাত্র ৫৪ হাজার ৮১৯ জন শিক্ষার্থী। অবশিষ্ট ৯ হাজার শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় এক বা একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হওয়ার ফলে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

একইভাবে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে ১৪ হাজার শিক্ষার্থী। কারণ নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৯০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে এ বোর্ডে ফরম ফিলাপ করার অনুমতি পেয়েছে মাত্র ৭৬ হাজার ৭০০ জন। যশোর শিক্ষা বোর্ড ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এমন শিক্ষার্থী প্রায় ২০ হাজার বলে জানা গেছে। ঢাকা, বরিশাল ও সিলেট শিক্ষা বোর্ডেও নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন থেকে হারিয়ে গেছে একটি বছর।

যে পরিপত্রের কারণে এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি গত ১৬ জানুয়ারি তা বাতিল করে নতুন আরেকটি পরিপত্র জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে এসএসসি ও এইচএসসি'র নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য একটি 'মডেল টেস্ট' নেয়ার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। এই পরিপত্রে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ বঞ্চিত করা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ২০০৩ সালের ১৯ অক্টোবর জারি করা পরিপত্রটি বাতিল করা হলো।

নতুন এই সিদ্ধান্ত ২৯ মে শুরু হতে যাওয়া এইচএসসি পরীক্ষার নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রযোজ্য হচ্ছে না। ফলে এসএসসি'র মতো দেশের সবক'টি শিক্ষা বোর্ডে হাজার হাজার এইচএসসি পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন থেকেও হারিয়ে যাবে একটি বছর।

বিষয়টিকে 'অমানবিক' উল্লেখ করে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (কলেজ শাখা) আবু তাহের দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, 'এসএসসিতে ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর কোন উপকারে আসলো না পরিপত্রটি। কাজে লাগলো না এইচএসসি'র নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের জন্যও। মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে অবশ্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।' উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবু তাহের।